দৈনিক বর্তমান

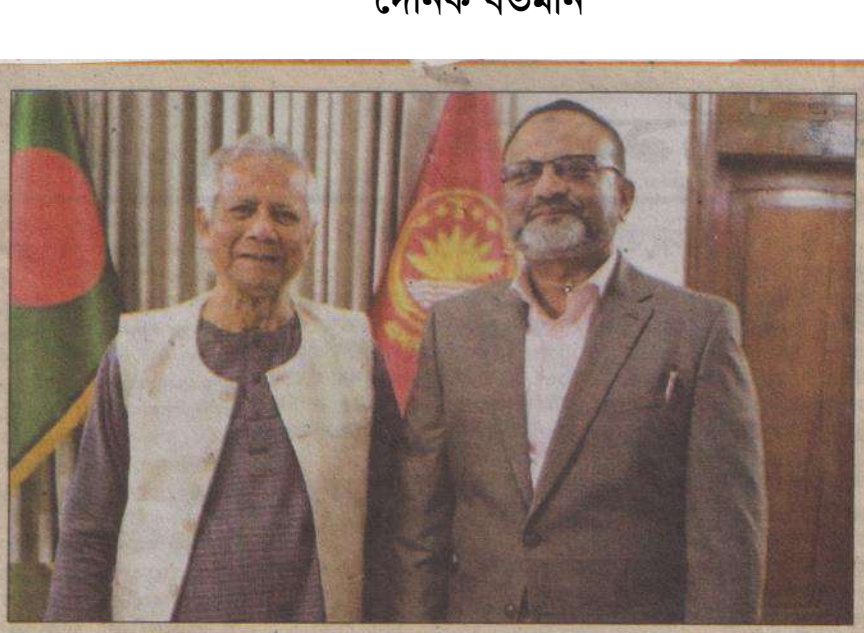

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সাক্ষাৎ

বর্তমান প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করেছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্য এই সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণে সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও স্থাপনা নির্মাণসহ একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা বৃহৎ প্রকল্পসমূহের কাজ ত্বরান্বিত করতে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জোরদার করতে তিনি সরকারি অনুদান বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার সহযোগিতা চান। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সমাবর্তনে প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতি কামনা করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

The Asian Age

DU syndicate holds a meeting at the Nawab Ali Chowdhury Senate Building on the campus on Sunday. -Agency

DUCSU polls schedule to be announced on July 29

AA Correspondent

The much-awaited polls schedule to the Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) and residential halls union will be announced on July 29 and the elections is likely to be held in the second week of September.

The university syndicate took the decision in a meeting on Sunday at the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building on the campus with DUCSU Chief Returning Officer and Professor of Botany Department Dr Mohammad Jasim Uddin the chair.

Attended by representatives from the DU Election Commission, university administration, provosts and deans and representatives of major students' bodies, the polls returning officer said, "It usually takes 40-45 days to hold the polls after the schedule is announced. We are determined to hold the election within this stipulated timeframe."

The meeting informed that the commission has decided to conduct the voting at six centralized centres for ensuring transparency and fairness in the DUCSU elections.

The designated centers will accommodate voters from various residential halls on DU campus. There are as follows:

1. Curzon Hall Center (Examination Hall): Students of Dr. Muhammad Shahidullah Hall, Amar Ekushey Hall and Fazlul Haque Muslim Hall will vote there.

2. Physical Education Center: voters of Jagannath Hall, Shaheed Sergeant Zahurul Haque Hall and Salimullah Muslim Hall will vote there.

3. Student-Teacher Center (TSC): students of Rokeya Hall, Shamsun Nahar Hall and Kabi Sufia Kamal Hall will vote here.

4. Dhaka University Club Center: voters of Bangladesh-Kuwait Friendship Hall and Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall will exercise right of franchise here.

5. Senate Bhaban Center (Alumni Floor, Seminar Room, Dining Room): students of Sir AF Rahman Hall, Haji Muhammad Muhsin Hall and Bijoy Ekattor Hall will vote at this center.

6. Udayan School and College Center: students of Surya Sen Hall, Muktijoddha Ziaur Rahman Hall, Kabi Jasim Uddin Hall and Sheikh Mujibur Rahman Hall will vote there.

About the voters' eligibility, the election commission said the students from the 2018-19 academic session whose master's results have already been published are not eligible to vote or contest in either the DUCSU or hall union polls.

Meanwhile, the DU authorities have intensified security measures on the campus in view of the DUCSU and hall union elections.

As many as 50 new CCTV cameras have been installed since June 6, 2025. Currently, a total of 182 cameras are actively working across the campus.

Besides, additional lights have been installed at various locations while the surveillance of the Proctoral Mobile Team has also been increased.

DU Vice-Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan, Pro-VC (Administration) Prof Dr Saima Haque Bidisha, Pro-VC (Education) Prof Dr Mamun Ahmed, Returning Officer Professor Dr Golam Rabbani (Social Welfare and Research Institute), Prof Dr Kazi Maruful Islam (Development Studies Department), Prof Dr Nasrin Sultana (Health Economics Institute), Prof Dr Md Shahidul Islam (Banking and Insurance Department), Prof Dr SM Shamim Reza (Mass-Communication and Journalism Department), Associate Professor Sharmin Kabir (Education and Research Institute), Proctor Associate Prof Saifuddin Ahmed, members of the Advisory Council, deans of faculties, representatives of teachers, hall provosts, representatives of various student organizations, members of the executive committee of Dhaka University Journalists Association (DUJA), among others, were present at the meeting.

সংগ্রাম

বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার । ২১ জুলাই ২০২৫ । ৬ শ্রাবণ ১৪৩২

তফসিল ঘোষণা ২৯ জুলাই নির্বাচন সেপ্টেম্বরে

ডাকসু নির্বাচন

প্রবা প্রতিবেদক

[illegible]

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫

তফসিল ঘোষণা ২৯ জুলাই, নির্বাচন সেপ্টেম্বরে

[illegible]

The Financial Post

Ducsu election in 2nd week of September, schedule to be announced 29 July

Staff Correspondent

The Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) election is scheduled to be held in the second week of September. The official election schedule will be announced on 29 July.

Prof Md Zashim Uddin, chief returning officer of the Ducsu election and a faculty member of the Department of Botany at Dhaka University, confirmed the development to The Business Standard this afternoon (20 July).

Election on holiday Prof Zashim said that there are plans to hold the election on a holiday. "The DMP has said that if we want to control traffic, it would be better to hold the election on a holiday. Therefore, we will finalise the election date considering a Saturday, Tuesday, or any day when there is no political party rally," he said.

He further added that they (election commission) will receive the draft voter lists from the dormitories (hall)

see page -2 col-3

Ducsu election in 2nd

contd from page -8

on the 24 July. The university's ICT Cell will be given two more days to observe and process the list, he said.

"We will officially announce the election schedule on any day after July 29.

The election date will be declared on the same day the schedule is announced," he said.

It was stated in the meeting that students of the 2018-2019 academic session who have already had their master's results published are not eligible to be voters or candidates in the upcoming Ducsu or hall union elections.

Voting will take place at six neutral centres.

Curzon Hall Centre (Examination Hall): Students of Dr Muhammad Shahidullah Hall, Amar Ekushey Hall, and Fazlul Huq Hall will cast their votes here.

Physical Education Centre: Students of Jagannath Hall, Shaheed Sergeant Zahurul Huq Hall and Salimullah Muslim Hall will vote at this centre.

Teacher-Student Centre (TSC): Students of Rokeya Hall, Shamsunnahar Hall and Sufia Kamal Hall will vote here.

Dhaka University Club Centre: Students of Bangladesh-Kuwait Maitree Hall and Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall will cast their votes here. Senate Building Centre (Alumni Floor, Seminar Room, Dining Room): Students of Sir AF Rahman Hall, Haji Muhammad Mohsin Hall and Bijoy Ekattor Hall will vote at this centre.

Udayan School and College Centre: Students of Surjo Sen Hall, Muktijoddha Ziaur Rahman Hall, Sheikh Mujibur Rahman Hall and Jasimuddin Hall will vote here.

Earlier, the returning officials exchanged views with the student representatives of various department and Institute for second time as part of the preparation of Dhaka University Central Students' Union (Ducsu) and Hall Sangsad Polls 2025.

The second-round meeting was held at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban of the university on Monday (14 July). First round meeting was held on last Sunday (13 July).

প্রথম আলো

ডাকসু নির্বাচন সেপ্টেম্বরে, তফসিল এ মাসেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এর আগে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডাকসু নির্বাচন। সুষ্ঠু ভোট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল অংশীজনদের নিয়ে ডাকসুর তফসিলসংক্রান্ত চূড়ান্ত সভা হয়।
- ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদারে নতুন করে স্থাপিত ৫০টিসহ মোট ১৮২টি সিসিটিভি ক্যামেরা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছয় বছর পর আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ২৯ জুলাই এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। আর ভোট অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে গতকাল রোববার অংশীজনদের নিয়ে ডাকসুর তফসিলসংক্রান্ত চূড়ান্ত সভা হয়। সেখানে নির্বাচনের বিষয়ে জানান ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

১৯৯০ সালের পর দীর্ঘ ২৮ বছর ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন বন্ধ ছিল। ২০১৯ সালের মার্চে নির্বাচনের মাধ্যমে সচল হয় ডাকসু ও ১৮টি হল সংসদ। কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ২০২০ সালে। করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল ও ক্যাম্পাস। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ২০২১ সালের ৫ অক্টোবর হল ও ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন সময় দাবি উঠলেও নির্বাচনের কোনো উদ্যোগ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে সরব হন শিক্ষার্থীদের অনেকে। পরে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারের জন্য তাদের কাছ থেকে লিখিত প্রস্তাবও নেওয়া হয়। পরে গত ২৪ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেটে ডাকসুর সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। জুনের মাঝামাঝি গঠন করা হয় ১০ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন আয়োজনে এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ডাকসু ও হল সংসদের ২০১৯ সালের নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল। সেবার ডাকসুর কেন্দ্রীয় সংসদের মোট ২৫ পদের ২৩টিতে জিতেছিল তখনকার ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ (এখন নিষিদ্ধ)। এ ছাড়া ১৮টি হল সংসদের মধ্যে ১২টিতে ভিপি (সহসভাপতি) ও ১৪টিতে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে জেতে ছাত্রলীগ। অন্য পদগুলোয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচিত হন।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো নিয়ন্ত্রণ করত ছাত্রলীগ। সে কারণে ২০১৯ সালের নির্বাচনের আগে বেশির ভাগ ছাত্রসংগঠন ডাকসু নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র হলের বাইরে একাডেমিক ভবনে রাখার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রশাসন তাতে কর্ণপাত করেনি। নির্বাচনের দিন ছাত্রলীগ হলগুলোতে ভোটারদের কৃত্রিম ভিড় তৈরি করে রেখেছিল, যাতে ভোট দিতে দীর্ঘ সময় লাগে। এর ফলে অনেকে বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়ে চলে যান। এ ছাড়া ভোটের দিন দুটি ছাত্রী হল থেকে সিল মারা ব্যালট উদ্ধার করা হয়।

অনিয়মের অভিযোগে ছাত্রলীগসংশ্লিষ্ট ছাড়া অন্য বেশির ভাগ প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। ওই নির্বাচনে ছাত্র অধিকার পরিষদের প্যানেল থেকে ডাকসুর ভিপি পদে নির্বাচিত হন নুরুল হক (বর্তমানে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি) আর সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন আখতার হোসেন (বর্তমানে জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব)। প্রথমে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও পরে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নুরুল ও আখতার।

ছাত্র সংসদের সর্বশেষ নির্বাচনের সেই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে কেন্দ্রীয়ভাবে ছয়টি নিরপেক্ষ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র নির্ধারণ করেছে বর্তমান প্রশাসন। কেন্দ্রগুলো হলো কার্জন হল কেন্দ্র (পরীক্ষার হল), শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র, সিনেট ভবন কেন্দ্র (অ্যালামনাই ফ্লোর, সেমিনারকক্ষ ও ডাইনিং রুম) এবং উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র। একেক হলের শিক্ষার্থীরা একেক কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে উল্লেখ করে সভায় জানানো হয়, নতুন করে স্থাপিত ৫০টিসহ মোট ১৮২টি সিসিটিভি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরা ক্যাম্পাসজুড়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন স্থানে অতিরিক্ত বাতি স্থাপন করা হয়েছে। প্রক্টরিয়াল মোবাইল টিমের (ভ্রাম্যমাণ দল) নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে এই টিমের সদস্যসংখ্যা ৩৮ এবং তাঁরা ২৪/৭ (সার্বক্ষণিক) ভিত্তিতে কাজ করছেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন প্রথম আলোকে বলেন, 'এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পদক্ষেপে আমরা আশাবাদী হতে পারছি না। ডাকসুর গঠনতন্ত্রের মৌলিক সংস্কারের বিভিন্ন প্রস্তাব ও অন্যান্য যৌক্তিক দাবি তারা আমলে নেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু হলে, বিশেষ করে ছাত্রীদের হলে এখনো একধরনের অবরুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছে। চব্বিশের অভ্যুত্থানের পরাজিত শক্তি ছাত্রলীগ ও তাদের দোসররা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, সে ব্যাপারে আমরা দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে চাই।' তবে তফসিল ঘোষণার পর ছাত্রদল তাদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া জানাবে বলেও উল্লেখ করেন এই নেতা।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৬ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

21 july 2025

সমকাল

ডাকসু নির্বাচনের তপশিল ২৯ জুলাই, ভোট সেপ্টেম্বরে

- গঠনতন্ত্র সংস্কারে আমাদের প্রস্তাবনা আমলে নেওয়া হয়নি: ছাত্রদল
- সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করে কালক্ষেপণের পায়তারা: ছাত্রশিবির

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের তপশিল ২৯ জুলাই ঘোষণা করা হবে। ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এ তথ্য জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে তপশিল ঘোষণা ঘিরে ডাকসুর বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে সভা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এতে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, প্রভোস্ট ও ডিনস কমিটি এবং ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

সভা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'এটাই একমাত্র অফিসিয়াল তারিখ। তপশিল ঘোষণার পর ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে আমরা ভোট আয়োজন করতে চাই। আমরা এ সময়ের মধ্যেই নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর।'

তবে ভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা। ঢাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, ডাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারে আমাদের প্রস্তাবনা আমলে নেওয়া হয়নি। গণঅভ্যুত্থানের বিপক্ষ শক্তি ফ্যাসিবাদী শিক্ষকের বিচারের অগ্রগতি নেই। হলগুলোতে অবরুদ্ধ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ধরনের পরিবেশ নিশ্চিত করে ভোট করলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেন, 'আমরা নির্দিষ্ট তারিখ চাই। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ কোনো নির্দিষ্ট তারিখ না। এর আগেও প্রশাসন এমনভাবে তারিখ ঘোষণা না করে কালক্ষেপণ করেছে।' গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ আরও কয়েকটি সংগঠনের নেতারাও একই দাবি জানান।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাবি শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক বলেন, ১৫ জুলাই হামলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ১২৮ জন জড়িত নিয়ে অপূর্ণাঙ্গ তালিকা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। বিচার প্রক্রিয়া দৃশ্যমান হওয়া জরুরি।

শিবিরের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অবস্থান জানিয়ে তাদের সভায় উপস্থিতি ও ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংগঠক অদিতি ইসলাম।

সভায় জানানো হয়, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের যেসব শিক্ষার্থীর মাষ্টার্সের ফল প্রকাশিত হয়েছে, তারা আসন্ন ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ছয়টি কেন্দ্রে ভোট দেবেন। কার্জন হলে (একাডেমিক ভবন) ভোট দেবেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক হলের শিক্ষার্থীরা। শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রে ভোট দেবেন জগন্নাথ হল, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা।

টিএসসিতে ভোট দেবেন রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল ও কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্রে ভোট দেবেন বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা। সিনেট ভবন কেন্দ্রে ভোট দেবেন স্যার এএফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা। উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেবেন সূর্য সেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীম উদ্‌দীন হলের শিক্ষার্থীরা।

সর্বশেষ ২০১৯-২০ সেশনে ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভিপি নির্বাচিত হন ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতা নুরুল হক নুর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, ডাকসুর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৪ সালে। ১৯৫৩ সালের আগ পর্যন্ত ডাকসুর সহসভাপতি মনোনয়ন করা হতো। ওই বছরই প্রথম নির্বাচন হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সাতবার ডাকসু নির্বাচন হয়।

পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের সময় প্রায় নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। কেবল ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৯-৭০ সালে নির্বাচন হয়নি। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকারের শুরুতেই (১৯৭২-৭৩) ডাকসু নির্বাচন হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালেও নির্বাচন দেওয়া হয়েছিল, তবে সেটি পণ্ড হয়ে যায়। এরপর জিয়াউর রহমানের আমলে দুবার (১৯৭৯-৮০ ও ৮০-৮১), আবদুস সাত্তার সরকারের আমলে একবার (১৯৮২-৮৩) এবং এরশাদের আমলে দুবার (১৯৮৯-৯০ ও ১৯৯০-৯১) ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯০ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনের পতনের পর ২৮ বছর থমকে ছিল এই ছাত্র সংসদের নির্বাচন।

যায়যায়দিন

নিরপেক্ষ ছয় কেন্দ্রে হবে ডাকসুর ভোট

তফসিল ২৯ জুলাই : নির্বাচন সেপ্টেম্বরে

■ যায়যায় ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের জন্য আগামী ২৯ জুলাই তফসিল ঘোষণা করা হবে। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ নির্বাচন হবে বলে ডাকসু নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ডাকসু নির্বাচনের অংশীজনদের সঙ্গে তফসিল সংক্রান্ত চূড়ান্ত সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, 'এটাই একমাত্র অফিশিয়াল তারিখ। তফসিল ঘোষণার পর ৪০-৪৫ দিন সময় লাগবে বলে আশা করছি। আমরা এই সময়ের মধ্যেই নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর।'

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে 'নিরপেক্ষ' ছয় কেন্দ্রে।

কার্জন হল কেন্দ্র (পরীক্ষার হল) : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল ও ফজলুল হক হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।

শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র : জগন্নাথ হল, শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র : রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল ও কবি সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা সেখানে ভোট দেবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব কেন্দ্র : বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল ও শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।

সিনেট ভবন কেন্দ্রে (অ্যালামনাই ফ্লোর, সেমিনার কক্ষ, ডাইনিং রুম) : স্যার এ এফ রহমান হল, হাজী মুহম্মদ মহসীন হল ও বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীরা এ কেন্দ্রে ভোট দেবেন।

উদয়ন স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র : সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কবি জসীম উদ্দীন হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন এখানে।

সভায় জানানো হয়, ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের যে শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তারা আসন্ন ডাকসু বা হল সংসদ নির্বাচনে ভোটার বা প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, হলের • পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

নিরপেক্ষ ছয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রাধ্যক্ষ, ডিন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে ৩৭ বার। এর মধ্যে ২৯ বারই হয়েছে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের ৫০ বছরে। স্বাধীন দেশে ৫৩ বছরে মাত্র ৮ বার ভোট দেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুসারে প্রতি বছর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু গত সাড়ে তিন দশকে নির্বাচন হয়েছে কেবল একবার।

সবশেষ ডাকসু নির্বাচন হয়েছিল ২০১৯ সালে। সেই সংসদের মেয়াদ পূর্তির পর পেরিয়ে গেছে আরো ছয় বছর। নির্বাচন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে থাকছে না শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ডাকসু নির্বাচনের দাবিআবার জোরালো হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্রুততম সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

The Daily Sun

DUCSU polls set for 2nd week of September

Mahir Kayoum, *Dhaka*

After years of uncertainty and student demand, the long-awaited Dhaka University Central Students' Union (DUCSU) election is set to be held in the second week of September, with the official schedule due to be announced on 29 July.

The decision was made at a syndicate meeting held on Sunday morning at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban on the Dhaka University campus.

Presided over by DUCSU Chief Returning Officer Prof Mohammad Jasim Uddin, the meeting was attended by representatives from the DUCSU Election Commission, the university administration, the Provost and Deans Committees, and major student political organisations.

Prof Jasim Uddin said that the exact date of the election would be announced along with the official schedule.

Citing the DUCSU Constitution, the chief

>> Page-11 Col 1

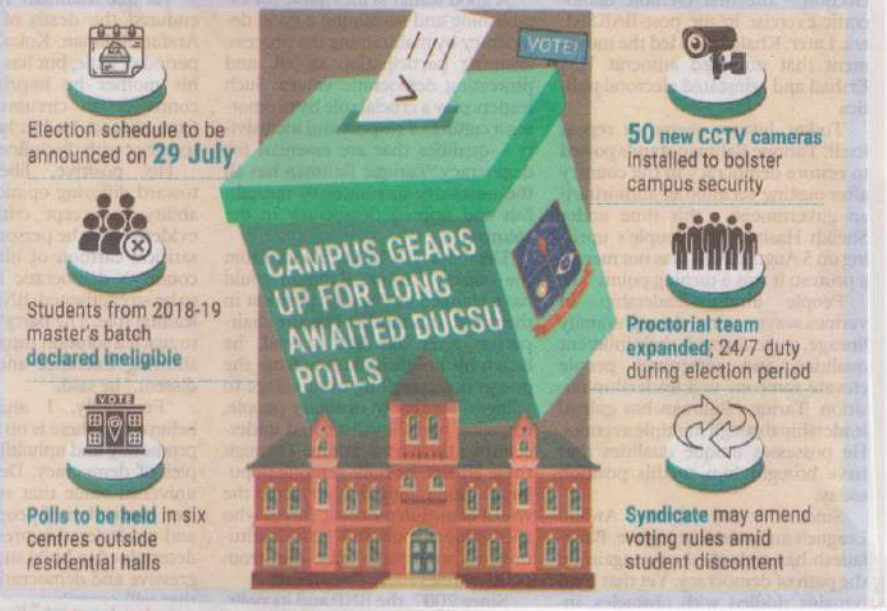

DUCSU polls set for 2nd week

From Page-12

returning officer also declared that students from the 2018-19 academic year whose Master's results have already been published are ineligible to vote or stand in the DUCSU or Hall Union elections.

The decision has sparked resentment among students who believe it unfairly denies voting rights to those who were part of the university community when DUCSU was revived as an active student body following years of dysfunction.

However, the syndicate retains the authority to amend certain constitutional provisions.

The DUCSU Election Commission has decided to hold the polls at six centres outside the residential halls to ensure fairness – the first such move, taken in response to repeated demands from student organisations.

The commission has finalised the polling stations based on student hall distribution:

Curzon Hall (Examination Hall): for students of Dr Muhammad Shahidullah Hall, Amar Ekushey Hall, and Fazlul Haque Hall

Physical Education Centre: for students of Jagannath Hall, Shaheed Sergeant Zahurul Haque Hall, and Salimullah Muslim Hall

Student-Teacher Centre (TSC): for students of Rokeya Hall, Shamsun Nahar Hall, and Kabi Sufia Kamal Hall

Dhaka University Club: for students of Bangladesh-Kuwait Maitri Hall and Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall

Senate Building (Alumni Floor, Seminar Room, Dining Room): for students of Sir A.F. Rahman Hall, Haji Muhammad Mohsin Hall, and Bijoy Ekattor Hall

Udayan School and College: for students of Surja Sen Hall, Muktijoddha Ziaur Rahman Hall, Sheikh Mujibur Rahman Hall, and Kabi Jasim Uddin Hall

Meanwhile, the university administration has ramped up security measures across the campus ahead of the September election. In addition to the 182 existing CCTV cameras, 50 new ones were installed at various points in June.

The proctorial team has also been expanded to 38 members, who will be on duty around the clock.

DUCSU held its first election in 1953 – decades after its informal journey began in 1921, when Dhaka University was founded.

Elections were held regularly until 1990, after which the union became inactive due to political conflicts and administrative negligence.

Following a 28-year hiatus, DUCSU elections were held on 11 March 2019, electing Nurul Haq Nur, now president of Gono Odhikar Parishad, as Vice President.

The Bangladesh Chhatra League, now a banned student wing of the ruling Awami League, secured most of the other posts. Since the term of the Nurul Haq-led DUCSU body expired in 2021, no further DUCSU elections have been held.

The New Nation

Mim becomes champion of Roquiah Hall Debate Competition

Staff Correspondent

MAHINUR Akhter Mim, a student of the Institute of Education and Research, has become champion of the debate competition organised by the Dhaka University's Roquiah Hall.

Marjan Binte Aminullah, a student of the department of law, became the runner-up, and Samia Zaman Mahi, a student of the department of world religions and culture, became the 2nd runner-up of the competition.

Dhaka University pro-vice-chancellor Professor Mamun Ahmed was present as chief guest and handed over awards to the winners at a function in the hall auditorium on Saturday evening, said a press release on Sunday.

Presided over by Roquiah Debate Competition president Mayisha Maliha, provost of the hall Professor Hosne Ara Begum, Roquiah Debate Competition moderator Deepa Sarkar and Dhaka University Debating Society general secretary Ragib Anjum spoke as special guests at the award distribution ceremony.

The programme was moderated by Roquiah Debate Competition general secretary Nazia Sultana Mumu.

Mamun Ahmed emphasised on increasing the knowledge of students through debate practice, saying, 'The university administration always encourages such co-curricular activities.'

Dhaka University pro-vice-chancellor Professor Mamun Ahmed, among others, attends at the award-giving ceremony of a debate competition organised by the Dhaka University's Roquiah Hall in the hall auditorium on Saturday. — Press release

বর্তমান

ঢাবি রোকেয়া হল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মিম চ্যাম্পিয়ন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হলের বিতর্ক সংগঠন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গন আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্রী মাহিনুর আক্তার মিম চ্যাম্পিয়ন, আইন বিভাগের ছাত্রী মারজান বিনতে আমিনুল্লাহ রানার আপ এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্রী সামিয়া জামান মাহি ২য় রানার আপ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ গতকাল ১৯ জুলাই ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় হল মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সভাপতি মায়িশা মালিহা'র সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের মডারেটর দীপা সরকার এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাগীবআনজুম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রোকেয়া বিতর্ক অঙ্গনের সাধারণ সম্পাদক মোসা. নাজিয়া সুলতানা মুমু। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন এধরনের সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় উৎসাহ দেয়।

The Daily Observer

DU Young Column Writers' Forum holds a conference at TSC on Saturday. PHOTO: OBSERVER

DU young writers to lead future with pens

DU Correspondent

Dhaka University's (DU) TSC Auditorium buzzed with intellectual energy as Young Writers' Conference 2025 brought together emerging talents from across Bangladesh's academic landscape.

The daylong celebration, organised by Dhaka University Young Column Writers' Forum and media partner The Daily Observer, carried the inspiring slogan 'Guiding the Future Through the Pen of Youth.'

Saturday's gathering drew participants from approximately 35 universities and educational institutions, creating a vibrant platform for literary exchange.

"Writing remains our most powerful tool for societal transformation," emphasised Pro-Vice Chancellor Prof Dr Saima Haque Bidisha during the morning inauguration ceremony.

The programme commenced with a thought-provoking mime performance reflecting the July Uprising, setting the tone for deeper discussions.

Adviser to the Interim Government's Ministry of Industry and Public Works, Adilur Rahman Khan, delivered the keynote address as chief guest during the seminar 'July Uprising: A Bloody Chapter in the Fall of Autocracy.'

The Adviser emphasised that unity remains absolutely vital one year after the July uprising that toppled what he branded a fascist regime.

"If you grow weak, become disorganised, and lack unity among yourselves, if divisions arise, then fruits of the uprising will not remain in our hands," Adviser Adilur told young writers gathered at an event organised by Dhaka University Young Column Writers' Forum. He stressed that 'only unity can carry outcome of July uprising toward justified goal.'

The Adviser paid tributes to writers who endured brutal persecution under the previous administration's digital laws, revealing that 'some were tortured to death' including writer Mushtaq who was murdered. He described how young intellectuals were 'locked up in mirrored rooms' and punished under the Information and Communication Technology Act and Digital Security Act simply for their creative work.

Career guidance took centre stage during the afternoon panel discussion, featuring Dr Emadur Rahman from Bangladesh Satellite Commission Ltd.

খবরের কাগজ

জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

চুক্তি বাতিলের আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের একদল শিক্ষার্থী এই বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন

রাজধানী ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের (ওএইচসিএইচআর) কার্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন একদল শিক্ষার্থী। এ সময় তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, অতিদ্রুত জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় স্থাপনের সমঝোতা চুক্তি যেন বাতিল করা হয়।

গতকাল রবিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের আবু জাফর বলেন, 'এই মানবাধিকার কমিশনগুলো সাধারণত এমন দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, গৃহযুদ্ধ আছে। যদি বাংলাদেশের দিকে তাকান এ ধরনের কোনো কিছুই এখানে দেখতে পাবেন না।'

সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ওই শিক্ষার্থী বলেন, 'আমরা দেখেছি বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের এই কার্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওই দেশের সরকার ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে সে দেশে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। এর মধ্যে আমরা ইরাকের কথা বলতে পারি। ইরাকে জাতিসংঘের সরাসরি হস্তক্ষেপ সে দেশের সরকার ব্যবস্থাকে ভেঙে যায়। কঙ্গোর একই অবস্থা। লিবিয়াতে ২০১১ সালে একইভাবে সরকার পতন আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছে। তাই আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানাব, অবিলম্বে মানবাধিকার কার্যালয় স্থাপনের সমঝোতা বা চুক্তি বাতিল করুন।'

বাইরে থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষা করার প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম বলেন, 'নতুন বাংলাদেশে সরকার যদি জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়ন করে প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ ইনসাফভিত্তিক মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে মানবাধিকার অফিসের প্রশ্নটা আসে কীভাবে? এ প্রশ্নটা তো তখনই আসে, যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে। যদি এই সরকার মানবাধিকার নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে সরকার আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিক তারা ব্যর্থ। প্রয়োজনে আমরা আবারও রক্ত দিয়ে সে অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। আমরা এমন রাষ্ট্র চাই, যে রাষ্ট্রে বহির্দেশ থেকে এসে কারও মানবাধিকার রক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। যে দেশ জনগণের সর্বোচ্চ নিরাপদ দেশ হবে সে রকম দেশের আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন করে দেশকে স্বাধীন করেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের একদল শিক্ষার্থী এই বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন। এ ছাড়া সমাবেশ থেকে দেশে মানবাধিকার হাইকমিশনের কার্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে লিখিত বক্তব্যে সার্বভৌমত্বগত, মূল্যবোধগত সমস্যা, আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন এবং মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি হ্রাসের মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। সেই সঙ্গে দেশের নানা ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে বলে উল্লেখ করেন বক্তারা।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

৬ শ্রাবণ ১৪৩২

21 july 2025

কালের কণ্ঠ

শিল্পী ও ভাস্কর হামিদুজ্জামান খানের মরদেহ গতকাল ঢাবির চারুকলা অনুষদে নেওয়া হলে শ্রদ্ধা জানায় সর্বস্তরের মানুষ। ছবি : কালের কণ্ঠ

ইত্তেফাক

থেমে গেল হামিদুজ্জামান খানের চার দশকের শিল্পযাত্রা

চারুকলায় শেষ শ্রদ্ধা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

[illegible]

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

থেমে গেল হামিদুজ্জামান

১৬ পৃষ্ঠার পর

[illegible]

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

দৈনিক বাংলা

ফুটপাত ও সড়ক দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে ঢাকা ম
করপোরেশন (ডিএসসিসি)। ছবি: ফোকাস বাংলা

The Daily Sun